পাইকগাছায় সন্ত্রাস

গ্রামবাসী এখনও বাড়ী ছাড়া পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

।। মানিক সাহা ।।

খুলনা, ১২ই নভেম্বর।—খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের হরিণখোলা ও বিগরদানা গ্রামে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। অনেকেই এলাকা ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

গত ৭ই নভেম্বর সকালে খুলনার একজন প্রভাবশালী ঘের মালিকের শতাধিক সশস্ত্র লোকের বন্দুকের গুলী ও বোমার আঘাতে অন্ততঃ ৪০ জন আহত হয়। হামলাকারীরা গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জন মহিলাকে ধরে নিয়ে যায়। এর একজনকে তারা গভীর রাতে এলাকায় ফেলে যায়। অপরজন মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খুলনার উপকূলীয় এলাকায় ২২নং পোল্ডারের হরিণখোলা গ্রামে প্রায় ২ হাজার বিঘা জমির ওপর জনৈক ওয়াজেদ আলী বেআইনীভাবে জোরপূর্বক চিংড়ি ঘের স্থাপনের জন্য কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করছেন। তিনি কিছুসংখ্যক মালিকের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়েছেন। তাদের অধিকাংশই বহিরাগত। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ ফসলী জমিতে চিংড়ি ঘের স্থাপনে প্রথম থেকে বাধা দিয়ে আসছেন। তাছাড়া এই পোল্ডারে চিংড়ি চাষ না করার জন্য সরকারের সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে।

দেলুটি ইউনিয়নের ২২নং পোল্ডারে নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ডেল্টা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট—এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এলাকার আর্থ—সামাজিক উন্নয়নের কাজ চলছে। 'নিজেরা করি' নামের একটি এনজিও এখানে কাজ করছে। এ সকল প্রজেক্ট—এর মধ্যে বেআইনীভাবে চিংড়ি চাষে তারাও আপত্তি জানিয়ে আসছেন। এই অবস্থায় ৭ই নভেম্বর ঘের মালিক ৫টি ট্রলারে করে শতাধিক সশস্ত্র লোক নিয়ে ঘের স্থাপনের চেষ্টা করলে এলাকাবাসীরা বাধা দিলে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এই ঘটনার পর নেদারল্যান্ড দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও খুলনা জেলা প্রশাসককে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন। এছাড়া ডেল্টার আর্থ—সামাজিক উপদেষ্টা ডঃ সুবিনয় নন্দীও জেলা প্রশাসকের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখেছেন।

এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে বরং আহত গ্রামবাসী নারী—পুরুষদের গ্রেফতার করেছে।

খুলনার হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রূপবান বিবি, রহিমা, আনোয়ারা, কৌশলা, সীমাঙ্গীনী, উর্মিলা, হরিপদ এবং নূর আলী গাজীর সাথে আলাপ করলে তারা জানালেন বন্দুক, বোমা, রামদা ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ঘের মালিকের লোকজন তাদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে। এরা কেউই হরিণখোলায় চিংড়ি চাষ হোক তা চান না। কেননা তাহলে ফসল হবে না।

অন্যদিকে খুলনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘের মালিকের কর্মচারী সুরমান মোড়ল এই প্রতিনিধির কাছে জানান, মালিকের নির্দেশে তারা ৫টি ট্রলারে করে বন্দুকসহ প্রায় দেড়শ' লোক হরিণখোলায় চিংড়ি ঘের দখল করতে গিয়েছিল।

নিখোঁজ করুণা সর্দারের পুত্র অজিত সর্দার গত ১০ই নভেম্বর পাইকগাছা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার মাকে হত্যা করে লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে একটি মামলা দায়ের করেছে।

ঘের মালিকের 'লোক' সুরমান মোড়ল।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নূর আলী।

আহত গ্রামবাসী হরিপদ মন্ডল।

আহত কৌশল্যা

আহত সীমাঙ্গিনী

আহত উর্মিলা ও আনোয়ারা।